Study material from Dr. Uday Sankar Barma, Associated Professor, Deptt. Of Bengali, Bidhannagar College

প্রশ্ন- জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়বস্তু নির্দেশ করো অথবা জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে আধুনিক জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দাও। প্রসঙ্গত ওই ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে সাময়িক কোনও স্বস্তির সংকেত এই কবিতায় আছে কিনা তাও নির্দেশ করো।

উত্তর- জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি তাঁর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা। এই কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের আধুনিক জীবন চেতনার পরিচয় সুপরিস্ফুট। ফ্রান্সে উনিশ শতকেই আধুনিক জীবনের যে নাগরিক যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও অবসাদের ছবি শার্ল বোদলেয়ার প্রমুখ কবিদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল, তারই একটা রূপ জীবনানন্দের বিশ শতকের এই 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে বিদ্যমান।

লক্ষণীয়, এই কবিতায় জীবনানন্দ দাশ আধুনিক মানুষের অপরিমেয় ক্লান্তির কথা বলেছেন, যা হাজার বছরের পথ পরিক্রমার পরিশ্রমের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি লিখেছেন 'হাজার বছর ধ' রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,/ সিংহল-সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয় সাগরে/ অনেক ঘুরেছি আমি; আরও দূর অন্ধকারে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে/ সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।' অতঃপর অনেক সমুদ্র পার হয়ে সবুজ ঘাসের দেশে দারুচিনি দ্বীপের ভিতরে এই বঙ্গ দেশের নাটোরে বনলতা সেন নামের এক নারীর স্নিগ্ধ সান্নিধ্য অর্জন করলেন কবি।

ফলে একদিকে এখানে আমরা দেখলাম পরিব্যাপ্ত ইতিহাসের অন্তহীন সময়-প্রান্তরকে অন্যদিকে বিদ্যমান বর্তমানের বঙ্গীয় পটভূমিটিকে। ফলে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' এবং বাঙালি নারীর সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা এক হয়ে গেল। অতীত থেকে বর্তমানের এই বহমানতায় সময় যেভাবে এ কবিতায় গ্রন্থিবদ্ধ হলো, সেখানে সম্ভবত এলিয়ট অপ্রাসঙ্গিক হবেন না :

> The historical sense involves a perception not only of the pastness of the past, but of its presence. ---This historical sense which is a sense of the timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional" (Traditional and the individual talent; points of view, T. S. Eliot).

অর্থাৎ বলতে চাই, এলিয়ট যে timeless এবং temporal-এর কথা বলছেন, 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে জীবনানন্দ যেন তাকেই অন্বিত করে নিলেন। অন্যত্রও জীবনানন্দ বলেছেন, "মহা বিশ্বলোকের ইশারা থেকে

উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।" (কবিতার কথা)।

বস্তুত সমালোচকেরা যাকে জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা নামে আখ্যা দেন, তা মূলত সময়ের এই সমগ্রতা-সাধক নির্মাণ।

যাইহোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই কবিতায় একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের ক্লান্তি তথা অবসাদের কথা আছে, অন্যদিকে সেই ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে ক্ষণিক স্বস্তির কথাও আছে, যা বনলতা সেনের আশ্রয়ে কবির প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু এ কবিতার ক্লান্তিটি কীরকম? কবি জানিয়েছেন যে,এই ক্লান্তি হাজার বছর ধরে ইতিহাস ও ভূগোলের দীর্ঘ পথ পরিক্রমাসঞ্জাত ক্লান্তি। তবে সেই ক্লান্তির মধ্যে মানুষের কর্মচঞ্চলতার প্রভাবও রয়েছে। এ কারণেই কবি 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' -এর কথা বলেছেন। যদিও কবির মতো ব্যক্তিও কিছু আছেন, যাঁরা জীবনের কল্লোলিত তরঙ্গের ঘেরাটোপে নিস্তরঙ্গ একাকীত্বের কষ্টে নিজেদের গুটিয়ে রাখেন। এই একক সত্তাটিকেই কবি 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' -এই অভিধাটি দান করেছেন।

কিন্তু কেন কবি এই 'ক্লান্ত প্রাণ' ? একদিক থেকে এই ক্লান্তির পিছনে রয়েছে আধুনিক ধণতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থা, যেখানে শ্রম ও মুনাফা ছাড়া আর কিছুর দাম নেই। যার মূল লক্ষ্য উৎপাদন, আর উৎপাদন। কেবলই উৎপাদনের সমৃদ্ধি। মানুষ উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছু না সেখানে। মানুষের অবসরের, আনন্দের, ভালোবাসার সেখানে বড়ই অভাব। তাছাড়া নাগরিক জীবনের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্কও বিলুপ্তপ্রায়। এর জন্যে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দূরত্ব রচিত হয়েছে। যত বিচ্ছিন্নতা, ততই একাকীত্ব। যতই একাকীত্ব ততই শূন্যতাবোধের সৃষ্টি। এই শূন্যতা মানুষকে অবসাদ ও আর হতাশাই তো দেয়। আর এই অবসাদ ও হতাশার জন্যেই কবি এক ক্লান্ত প্রাণের প্রতিনিধি।

হায়, এই ক্লান্ত আধুনিক মানুষটির জীবনও ক্রমে ফুরিয়ে আসে, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তটি সমাগত হতে থাকে ক্রমে। 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ আধুনিক মানুষের জীবনের সেই অন্ত্যপর্বটির কথাও কিন্তু বলেছেন। মানুষের জীবনের অন্ত্যপর্বটিকে তিনি চিত্রিত করেছেন এভাবে-'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' । যেভাবে সব পাখি ঘরে ফিরে যায়, সব নদী পৌঁছায় তার গন্তব্যে, সেভাবে জীবনের যাত্রা পথের ঘটে ইতি। দিনের রোদের আলো মুছে গিয়ে যেমন সন্ধ্যা নেমে আসে, জোনাকির আবছা আলোয় যেমন বাস্তবতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে, গল্পের নির্মাণ, তেমনই মানুষের জীবনেও নেমে আসে শেষ প্রহরের যবনিকা। এভাবে জীবনের সব লেনদেন চুকে গিয়ে সামনে ছড়িয়ে থাকে শুধুই অন্ধকার- 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' । কবিকে দেওয়া বনলতা সেনের 'দুদণ্ডের শান্তি' দূর দ্বীপের একটি বাতিঘরের মতোই হয়ত জেগে থাকে কেবল। এই ক্ষণিকাশ্রয়ের বাতিঘরটিকে অবশ্যই ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে আমাদের প্রোজ্জ্বল স্বস্তির মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করতে পারি।